শক্তি চট্টোপাধ্যায়

প্রেমের কবিতা

BANGLADARSHAN.COM

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

চাবি

আমার কাছে এখনো প’ড়ে আছে
তোমার প্রিয় হারিয়ে-যাওয়া চাবি
কেমন ক’রে তোরঙ্গ আজ খোলো?

থুৎনি ’পরে তিল তো তোমার আছে
এখন? ও মন, নতুন দেশে যাবি?
চিঠি তোমায় হঠাৎ লিখতে হ’লো।

চাবি তোমার পরম যত্নে কাছে
রেখেছিলাম, আজই সময় হ’লো–
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?

অবান্তর স্মৃতির ভিতর আছে
তোমার মুখ অশ্রু-ঝলোমলো
লিখিও, উহা ফিরৎ চাহো কিনা?

BANGLADARSHAN.COM

পরস্ত্রী

যাবো না আর ঘরের মধ্যে অই কপালে কী পরেছো
যাবো না আর ঘরে
সব শেষের তারা মিলালো আকাশ খুঁজে তাকে পাবে না
ধ'রে-বেঁধে নিতেও পারো তবু সে-মন ঘরে যাবে না
বালক আজও বকুল কুড়ায় তুমি কপালে কী পরেছো
কখন যেন পরে?
সবার বয়স হয় আমার বালক-বয়স বাড়ে না কেন
চতুর্দিক সহজ শান্ত হৃদয় কেন স্রোতসফেন
মুখচ্ছবি সুশ্রী অমন কপাল জুড়ে কী পরেছো
অচেনা, কিছু চেনাও চিরতরে।

BANGLADARSHAN.COM

এই খেলাটি একলা আমার

এই খেলাটি একলা আমার, খেলবো—যেমন চিরকালের
চক্‌মিলানো খেলছে বাড়ি, যার মানুষে আলোক-কানা
এই খেলাটি একলা আমার, খেলবো—যেন তার কপালের
কাঁচপোকাটি তেমনি থাকে, চারদিকে জল, খন্দ-খানা
বেশ করেছি আবোল-তাবোল, চুম্বনে ঐ দগ্ধ গালের
আধখানা খাই, আধ্‌লা রাখি—বুক ভরে বাস হাস্নুহানার
এই খেলাটি একলা আমার, তোর সেখানে খেলতে মানা।

বাড়িতে, আজ সাধ করেছি ফুল পালংকে রাখবো ঢেকে
পিলসুজে পিদ্দিম জ্বালাবো উঠোন জুড়ে হ্যাজাক-বাতির
চোদ্দ-শিখায় জ্বলবে আগুন, তার মানে পথ সন্ধে থেকে
উড়োনচণ্ডি কন্দ খুঁজে বুক-ভাঙা এক পাগলা হাতি—
কিন্তু খেলা একলা আমার খিড়কি-সদর বন্ধ রেখে
এই খেলাটি একলা আমার কাল-কবিত্ব-পুচ্ছে লাথি
এবং বাহুবন্দী মিনার কামড়ালো কোন্ স্বর্ণজাতি?

এই খেলাটি একলা আমার, খেলবো—যেন তার কপালের
কাঁচপোকাটি তেমনি থাকে, চারদিকে জল, খন্দ-খানা
নদীর দুটো দিকই দরকার, আমি তো আর ব্রিজ বাঁধছি না?
বেশ করেছি আবোল-তাবোল, চুম্বনে ঐ দগ্ধ গালের
আধখানা খাই, আধ্‌লা রাখি—বুক ভরে বাস হাস্নুহানার
কিন্তু খেলা একলা আমার, তোর সেখানে খেলতে মানা।

BANGLADARSHAN.COM

তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই

তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো–
দু-চোখে দুই জব্দ ঠুলি কোন্ গগনে খুঁজলে পাবো
গন্ধবিহীন দ্বন্দ্ববিচার? সেই সুযোগে কিয়দ্দূরে
দশ-বারোটি মন-মরা বুক সাধ করে আজ রাখছি খুঁড়ে
কোন্ গোপনে মুখ লুকোবে, সেইখানে কৌশলে যাবো
তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো–

দু-এক পশলা বৃষ্টি পড়ছে গাছের ও কদমের শাখায়
আমার উড়োনচণ্ডি চলা থমকে যাবে ভিজলে পাখা?
অঙ্গভঙ্গি কেদার রাজার, ভেতরে বাক্ ‘ভিক্ষা পাবো?’
তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো–

উপর থেকে নিচুতে চোখ কেনই বা যায় শকুনপাখির
চরিত্রে টান? কিংবা সত্যি দোষ ছিলো তার সজল আঁখির
বলতে পারো মাংসাশী জিভ অমৃত-আস্বাদী তৃণে
সুখের স্বর্গ পাচ্ছে খুঁজে? কোন্ নারী চরিত্র বিনে
খায় পর-পুরুষের রক্ত? উচিত কথা বললে যাবো
তোমায় আমি অল্প একটু ভাবাতে চাই, যেমন ভাবো।

BANGLADARSHAN.COM

পাবো প্রেম কান পেতে রেখে

বড়ো দীর্ঘতম বৃক্ষে ব'সে আছো দেবতা আমার।
শিকড়ে, বিহ্বল-প্রান্তে, কান পেতে আছি নিশিদিন
সম্ভ্রমের মূল কোথা এ-মাটির নিথর বিস্তারে;
সেইখানে শুয়ে আছি মনে পড়ে, তার মনে পড়ে?

যেখানে শুইয়ে গেলে ধীরে-ধীরে কত দূরে আজ!
স্মারক বাগানখানি গাছ হ'য়ে আমার ভিতরে
শুধু স্বপ্ন দীর্ঘকায়, তার ফুল-পাতা-ফল শাখা
তোমাদের খোঁড়া-বাসা শূন্য ক'রে পলাতক হ'লো।

আপনারে খুঁজি আর খুঁজি তারে সঞ্চারে আমার
পুরানো স্পর্শের মগ্ন কোথা আছো? বুঝি ভুলে গেলে।
নীলিমা-ঔদাস্যে মনে পড়েনাকো গোষ্ঠের সংকেত;
দেবতা, সুদূর বৃক্ষে, পাবো প্রেম কান পেতে রেখে।

BANGLADARSHAN.COM

মিনতি মুখচ্ছবি

যাবার সময় বোলো কেমন ক’রে
এমন হ’লো, পালিয়ে যেতে চাও?
পেতেও পারো পথের পাশেই নুড়ি
আমার কাছে ছিলো না মুখপুড়ি
ভালোবাসার কম্পমান ফুল।
তোমায় দেবো, বাগান দ্যাখো ফাঁকা
তোমায় নিয়ে যাবো রোরোর ধার
তোমায় দেখে সবার অন্ধকার
মুছতে গেলে সময়, আমার সময়।

ফিরে আবার আসবো না কক্‌খনো
তোমার কাছে ভুলতে পরাজয়।
সবাই বলতো, ইচ্ছেমতন এসো
অমুক মাসে, বছরে দশবার!
তুমি আমায় বললে, এসোনাকো
জীবনভর কাজের ক্ষতি ক’রে।

BANGLADARSHAN.COM

হৃদয়পুর

তখনো ছিলো অন্ধকার, তখনো ছিলো বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার চলিতেছিলো খেলা
ডুবিয়েছিলো নদীর ধারে আকাশে আধোলীন
সুষমাময়ী চন্দ্রমার নয়ান ক্ষমাহীন
কী কাজ তারে করিয়া পার যাহার ভ্রূকুটিতে
সতর্কিত বন্ধদ্বার প্রহরা চারিভিতে
কী কাজ তারে ডাকিয়া আর এখনো, এই বেলা
হৃদয়পুরে জটিলতার ফুরালে ছেলেখেলা?

BANGLADARSHAN.COM

চতুর্দশপদী : ৬৩

ভালোবাসা পেলে সব লণ্ডভণ্ড করে চলে যাবো
যেদিকে দুচোখ যায়–যেতে তার খুশি লাগে খুব।
ভালোবাসা পেলে আমি কেন আর পায়সান্ন খাবো।
যা খায় গরিবে, তাই খাবো বহুদিন যত্ন করে।
ভালোবাসা পেলে আমি গায়ের সমস্ত মুগ্ধকারী
আবরণ খুলে ফেলে দৌড়-ঝাঁপ করবো কড়া রোদে
'উল্লুক' আমায় বলবে–প্রসন্নতাপিয়াসী ভিখারী–
চোয়ালে থাপ্পড় যদি কম হয়, লাথি মারবো পোঁদে।
ভালোবাসা পেলে জানি সব হবে। না পেলে তোমায়
আমি কি বোবার মতো বসে থাকবো? চিৎকার করবো না,
হৈ হৈ করবো না, শুধু বসে থাকবো, জব্দ অভিমানে?
ভালোবাসা না পেলে কি আমার এমনি দিন যাবে
চোরের মতন, কিংবা হাহাকারে সোচ্চার, বিমনা–
আমি কি ভীষণভাবে তাকে চাই ভালোবাসা জানে।

BANGLADARSHAN.COM

একটি পরমাদ

বহুকালের সাধ ছিলো তাই কইতে কথা বাধছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি—ওই একটি পরমাদ ছিলো।
যখন তুমি দাঁড়াও এসে
আন্ধারে-রোদ্দুরে ভেসে
হাসির ছটা ভুলিয়ে গেলো—ভিতরে কেউ কাঁদছিলো
বহুকালের সাধ ছিলো, তাই কইতে কথা বাধছিলো।

ও মন দরদ দিয়েছো তায়
রাত-ভেজানো বনের লতায়
একদিবসের প্রেমে প্রখর স্মরবিরহ বাদ ছিলো
দুয়ার খুলে দেখিনি, ওই একটি পরমাদ ছিলো।
ডাকাত ভালোমানুষ সেজে
আড়ালে হাত কামড়ে নিজের
রক্তচোষা এক ছাপোষার হৃদয়হরণ সাধ ছিলো।

BANGLADARSHAN.COM

প্রেম

অবশ্য রোদ্দুরে তাকে রাখবো না আর
ভিন্‌দেশি গাছপালার ছায়ায় ঢাকবো না আর
তাকে শুধুই বইবো বুকের গোপন ঘরে
তার পরিচয়? মনে পড়ে মনেই পড়ে।

চিরটাকাল সঙ্গে আছে–জড়িয়ে লতা
শাখার, বাহুর নিমন্ত্রণকে ব্যাপকতা
বলার সময় হয়নি আজো ক্ষেমংকরে–
তার পরিচয়? মনে পড়ে মনেই পড়ে।

গোপন রাখলে থাকবে না আর–বাইরে যাবে
পারলে হৃদয় দুর্বলতা দেশ জ্বালাবে
মিছেই আমার জব্দ করে
তার পরিচয়? মনে পড়ে মনেই পড়ে।

BANGLADARSHAN.COM

সরোজিনী বুঝেছিলো

দুপুরে আঁধার ঘর–মেঘে ঢাকা বিস্তৃত আকাশ
সরোজিনী চুরি করে নিয়ে যায় শাদা রাজহাঁস
হয়তো বা বৃষ্টি হবে, হয়তো বহিবে হাওয়া বেগে
মুখের অগ্নি কি তবে সরোজিনী ঢেকেছিলো মেঘে?
মাঠের উপরে শাদা হাঁসগুলি চরেছিলো একা
সরোজ ঘরেই ছিলো–শুধু তার চোখ মেলে দেখা
এই সব হাঁসেদের–বৃষ্টির সূচনা দেখে নেমে
জড়িয়ে গিয়েছে মেয়ে হাঁসে-ফাঁসে–কাপড়ের প্রেমে
শুধু চোখ মেলে দেখা, এই হাঁস স্পর্শ করা নয়
সরোজিনী বুঝেছিলো, শুধু তার বোঝেনি হৃদয়।

BANGLADARSHAN.COM

চতুর্দশপদী : ৯

ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ-দীনের
দয়াময়ি, দয়া করো, ভিখারিরে অন্নবস্ত্র দাও
রাখিও না মানহীন উলঙ্গ আলোকে প্রকাশিয়া
লোল তরবারি–বাহ্যপ্রাকৃতিক, নৈরাশে, হাওয়ায়।
লো নিবিড় দিনগুলি বৃথা যায় বহিয়া পবনে–
দয়া করো, আজিকার মুহূর্তমণ্ডিত দিনগুলি
বহি যায়, দয়া করো–ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দাঁড়াও
ভালোবাসা ছাড়া কোনো যোগ্যতাই নাই এ-দীনের।
হৃদয়ে, অসংখ্যবার বালুকাবেলার ’পরে জল
এসেছিলো, বহুবার–তার পদাঘাত যায় ডাকি–
প্লাতেরো, অ্যাঙ্করহীন, ঘোড়ার অনুজ, সহোদর–
আজিকার দিনগুলি বৃথা যায় বহিয়া পবনে
ওঠো, ক্ষুর গাঁথি সব ব্যর্থতার বিরুদ্ধে দাঁড়াও
হাস্যকরভাবে, বলো: দয়াময়ি, দয়া করো চিতে!

BANGLADARSHAN.COM

বাঘ

মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে...
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম: খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না।

আমার ভয় হলো তাই দারুণ কারণ চোখ দুটো কৌতুকে
উড়তে-পুড়তে আলোয়-কালোয় ভাসছিলো, নীল সুখে
বাঘের গতর ভারি, মুখটি হাঁড়ি, অভিমানের পাহাড়...
আমার ছোট্ট হাতের আঁচর খেয়ে খোলে রূপের বাহার।

মেঘলা দিনে দুপুরবেলা যেই পড়েছে মনে
চিরকালীন ভালোবাসার বাঘ বেরুলো বনে...
আমি দেখতে পেলাম, কাছে গেলাম, মুখে বললাম: খা
আঁখির আঠায় জড়িয়েছে বাঘ, নড়ে বসছে না।

BANGLADARSHAN.COM

যাকে চেয়েছিলাম তাকে

যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না
যে-ঘাট ছাড়ে নৌকা, তাতে গেলাম না
কপাল আমার মন্দ তাতে সন্দেহ কি
চোখ বুজলে প্রিয় কেবল তোমায় দেখি।

ফুলগাছে জল দিলাম তাতে ধরেছে ফল
যে-ঘরে পৌঁছুলাম দেখি ভাঙা আগল
অমূল্য রাখবো না বলেই গেলাম না
যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না।

সারাজীবন সন্ধে-সকাল করেও ফাঁকি
কপাল আমার মন্দ তাতে সন্দেহ কি
প্রিয়কে পথ দিয়েও বুঝি দিলাম না
যাকে চেয়েছিলাম তাকে পেলাম না!

BANGLADARSHAN.COM

॥সমাপ্ত॥